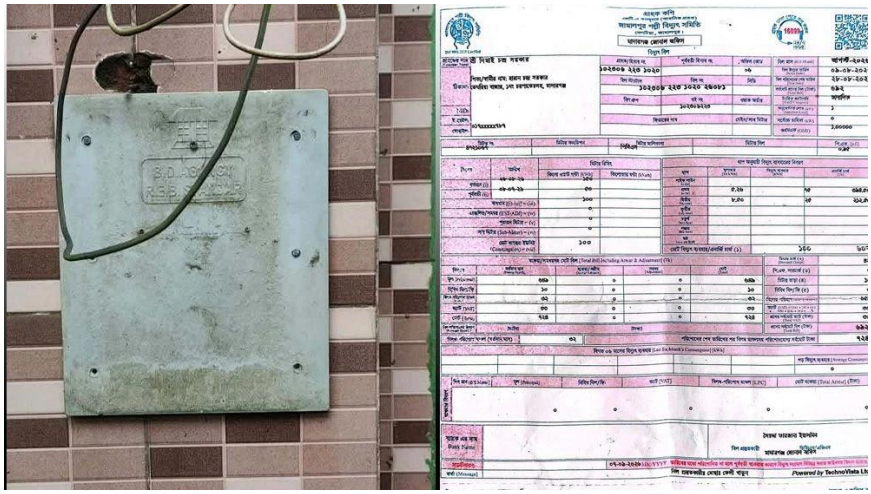
বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন, তবু এলো ৬৯২ টাকার বিল



ছবি: সংগৃহীত

বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পরও ৬৯২ টাকার বিল পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার চরপাকেরদহ ইউনিয়নের তেঘরিয়া বাজার এলাকার এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে।

গত ২৫ আগস্ট বিদ্যুতের বিলের কাগজ হাতে পান ওই এলাকার বাসিন্দা নিমাই চন্দ্র সরকার। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় আলোচনা শুরু হলে শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) ঘটনাটি সবার নজরে আসে।

নিমাই চন্দ্র সরকার জানান, তার বাড়িতে আগে পাঁচটি বিদ্যুৎ মিটার ছিল। এর মধ্যে একটি মিটার সরিয়ে বাড়ির পাশের একটি মন্দিরের জন্য বাণিজ্যিক সংযোগ নেওয়ার আবেদন করেন তিনি। পরে আগের আবাসিক মিটারের স্থানেই একটি বাণিজ্যিক মিটার স্থাপন করা হয়।

তবে জুলাই মাসের কোনো একসময় গাছের ডাল ভেঙে পড়ায় ওই মিটারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে পল্লী বিদ্যুতের কর্মীরা মিটারটি খুলে নিয়ে যান। এরপরও আগস্ট মাসে ওই মিটারের নামে ৬৯২ টাকার বিল আসে বলে অভিযোগ করেন নিমাই চন্দ্র সরকার।

তিনি বলেন, “আমি তো মিটার ব্যবহারই করিনি। গাছ পড়ে মিটার নষ্ট হওয়ার পর পল্লী বিদ্যুতের লোকজন সেটি খুলে নিয়ে গেছে। তাহলে এই বিল এলো কীভাবে?”

এ বিষয়ে পল্লী বিদ্যুতের তেঘরিয়া অভিযোগ কেন্দ্রের ইনচার্জ মোখলেছুর রহমান বলেন, নিমাই সরকারের সঙ্গে কথা বলেই বিলটি করা হয়েছিল। তবে বিল তৈরির ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

জামালপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাদারগঞ্জ জোনাল অফিসের ডিজিএম সৈয়দা ফারজানা ইয়াসমিন বলেন, ওই স্থানে আগে একটি আবাসিক মিটার ছিল। পরবর্তীতে গ্রাহক সেটিকে বাণিজ্যিক মিটারে পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন। এ কারণে আগের আবাসিক মিটারের আগস্ট মাসের বিল চলে এসেছে।

তিনি জানান, ঘটনাটি তদন্ত করতে একটি টিম পাঠানো হয়েছে। তদন্তে কোনো গাফিলতি বা অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।